দুদকের হস্তক্ষেপে বান্দরবানে ১৪ একর পাহাড় কাটার ঘটনা উদঘাটন:

মামলা, জরিমানা ও এস্কেভেটর জব্দ

বান্দরবানের লামা উপজেলায় বিশাল আকৃতির পাহাড় কেটে ইট ভাটা নির্মাণের অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রে (হটলাইন- ১০৬) আসলে দুদকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাহাড় কাটার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে

উপর্যুপরি অভিযান পরিচালিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের এনফোর্সমেন্ট অভিযানের সমন্বয়কারী দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী জেলা প্রশাসক, বান্দরবানকে পরিবেশ বিধ্বংসী এ তৎপরতা প্রতিহত করার কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন। এর আলোকে গত বুধবার (২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ) লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পুলিশের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের আওতায় পাহাড় কেটে ইট ভাটা প্রস্তুতের অপরাধে তিন ব্রিকফিল্ড মালিককে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। দুদকের অব্যাহত তত্ত্বাবধান ও নির্দেশের ধারাবাহিকতায় পরদিন (৩০/০৮/২০১৮ ইং) তারিখে সন্ধ্যা ৬টা হতে রাত ৩টা পর্যন্ত লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং অবৈধভাবে প্রায় ১৪ একর পাহাড় কাটার ঘটনা উদঘাটন করে ঘটনাস্থল থেকে তিনটি এক্সেভেটর ও ০১ লক্ষ ইট জব্দ করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে সমস্ত যন্ত্রপাতি জব্দ করে পরিবেশ অধিদপ্তরের হেফাজতে নেয়া হয়।

উক্ত অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং পুলিশের টিম সহায়তা করে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়ীদের বিরুদ্ধে লামা থানায় পরিবেশ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

এ প্রসঙ্গে দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মুনীর চৌধুরী জানান, “পাহাড় কাটার মতো পরিবেশ বিধ্বংসী কাজের প্রধান কারণ দুর্নীতি। প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের নজরদারীর অভাবে এই ধ্বংসযজ্ঞ ঘটছে। দুদক পাহাড় কাটার ঘটনার পেছনে দুর্নীতির উৎস অনুসন্ধান ও তদন্ত করবে, দায়ী কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।”